তারিখ 06 MAY 2014
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৩

প্যানেলভুক্ত প্রাথমিক শিক্ষকদের চূড়ান্ত নিয়োগের দাবি

■ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক

প্যানেলভুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকদের দ্রুত চূড়ান্ত নিয়োগের দাবি জানিয়েছেন ভুক্তভোগী শিক্ষকরা। গতকাল সোমবার সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন করে এ দাবি জানান তারা।

মানববন্ধনে শিক্ষকরা বলেন, রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০০৯ সালের ১০ জুন পরিপত্র জারি এবং ২০১০ সালের ২৩ এপ্রিল ৩০ হাজার শিক্ষক নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। সে অনুযায়ী পরীক্ষার মাধ্যমে চূড়ান্ত ফল প্রকাশের পর সুসম্পন্ন ফল প্যানেল তৈরি করা হয়; যা আগামী ৫ বছরমেয়াদি কার্যকর থাকবে। কিন্তু পরিপত্রে উল্লেখিত শর্তাবলী অনুযায়ী এখন পর্যন্ত ১৪ হাজার শিক্ষককে নিয়োগ দেওয়া হলেও বাকি ২৬ হাজার জনকে পদশূন্য হলে ৪৫ কার্যদিবসের মধ্যে নিয়োগ দেওয়ার কথা থাকলেও দেওয়া হচ্ছে না। এর মধ্যে অনেকের চাকরিতে দরখাস্ত করার বয়সসীমা অতিক্রম করেছে।

মানববন্ধনে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভাপতি মো. রবিউল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান, মঞ্জুয়ারা বেগম, হাবিবুর রহমান প্রমুখ।

অবসর ও কল্যাণ বোর্ডের বরাদ্দ বাড়ানোর দাবি

আগামী বাজেটে বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের অবসর সুবিধা ও কল্যাণ ট্রাস্ট বরাদ্দ বাড়ানোর দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি। গতকাল সোমবার দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানানো হয়। সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের সভাপতি অধ্যক্ষ এমএ আউয়াল সিদ্দিকী বলেন, ফান্ডের অভাবে বেসরকারি শিক্ষক ও কর্মচারীরা তাদের প্রাপ্য আর্থিক সুবিধা যথাসময়ে পাচ্ছেন না।

সংবাদ সম্মেলনে উত্থাপিত আরও ৯ দফা দাবির মধ্যে রয়েছে– শিক্ষা ব্যবস্থায় জাতীয়করণ ও শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণে বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের জাতীয় বেতন স্কেল অনুযায়ী নিয়মিত বার্ষিক প্রবৃদ্ধি, মেডিকেল ভাতা, বাড়ি ভাড়া ও উৎসব ভাতা প্রদান করা; শিক্ষক-কর্মচারীদের চাকরির বয়স ৬৫ বছরে উন্নীতকরণ; জনবল কাঠামো সংশোধন প্রভৃতি।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক বিলকিস জামান, সহ-সভাপতি সমরেন্দ্র নাথ রায় সমর প্রমুখ।